৭৭

দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ ... 08 NOV 1997
পৃষ্ঠা ... ৪ কলাম 2

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

পাঁচ শ'য়ের বেশি যুবক বিভিন্ন আবাসিক হলে অবৈধভাবে অবস্থান করছে

মামুন-অর-রশীদ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পাস করার পরও পাঁচ শতাধিক যুবক বিভিন্ন আবাসিক হলে দীর্ঘদিন ধরে অবৈধভাবে অবস্থান করছে। হল নিয়ন্ত্রক ক্যাডারদের সঙ্গে সুসম্পর্ক বজায় রেখেই তারা অবস্থান করছে। হল প্রশাসনগুলো অবৈধদের হল ত্যাগে বাধ্য করতে পারছে না। মানবিক কারণে সাধারণ ছাত্ররা নিজেদের সমস্যা সত্ত্বেও বড় ভাইদের থাকতে দিতে বাধ্য হচ্ছে।

কয়েকটি হলে খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, অবৈধভাবে অবস্থানকারীদের কেউবা বেকার, কেউ কেউ বিভিন্ন পেশায় নিয়োজিত। পাস করে চাকরি পাওয়ার দু'তিন বছর পরও কেউ কেউ হলে অবস্থান করছে। কেউ বিয়ে করার পরেও হল ছাড়ছে না। হলে এদের বিরুদ্ধে সাধারণ ছাত্রদের তীব্র ক্ষোভ। একজন সাধারণ ছাত্রের সঙ্গে এ বিষয়ে আলাপ করলে তিনি এই অবৈধদের সম্পর্কে কটূক্তি করেন। কেউ কেউ বিষয়টি মানবিক দৃষ্টিভঙ্গিতে দেখে বলেন, বেকার মানুষ, থাকুক না, আমাদের না হয় একটু কষ্ট হবে। পাস করে যাওয়া এই যুবকরা অভিনব কায়দায় হলে থাকছে। পাস করার পর তারা এলাকার অথবা নিজ ডিপার্টমেন্টের কোন ছোট ভাইয়ের নামে সিট বরাদ্দ নিয়ে তার নিজের অবস্থান পাকাপোক্ত করছে। কেউ কেউ হল সিট বরাদ্দ কমিটিকে অনুরোধ করে তার নামে বরাদ্দকৃত সিট অন্য কারও নামে বন্টন করতে দেয় না এবং নিজে বছরের পর বছর অবস্থান করে। ক্যাডাররা এদের উপর গরম হলে কোন চায়নিজ রেস্তরাঁয় নিয়ে পেটপুরে খাইয়ে তাদের ঠাণ্ডা করার খবরও মাঝেমধ্যে শোনা যায়। বেশ কয়েকজন সাধারণ ছাত্র এই দখলদারিত্বের জন্য দায়ী করেছেন হল হাউস টিউটরদের। কয়েকজন ছাত্র জানান, হল হাউস টিউটররা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সুযোগ সুবিধা নেন কিন্তু হলের কোন খবর রাখেন না। কোন্ রুমে কারা থাকে সে খোঁজ পর্যন্ত নেন না। পাস করে যাওয়া এই যুবকরা ছাত্রজীবনে কোনদিন রাজনীতি করেননি। অথচ হলে থাকতে হবে এই কারণে পাস করার পর নিয়মিত গেটে পাহারা দেন, মিটিং-মিছিলে যান। নাম প্রকাশ্যে অনিচ্ছুক একজন পাস করা যুবক বলেন, 'আমরা দু'বছর পরে হলে উঠেছি। পাস করার পরেও দু'বছর থাকার অধিকার আমাদের আছে, আমাদের নিয়ে এত টানাহেঁচড়া কেন? হলে বহিরাগত ক্যাডার থাকতে পারলে আমাদের থাকতে দিতে আপত্তি কোথায়। ছাত্রদল বঙ্গবন্ধু হল শাখার নেতা আজমল হোসেন বাচ্চুর সঙ্গে এ বিষয়ে কথা বললে তিনি বলেন, 'কর্তৃপক্ষ যথাযথ ব্যবস্থা নিলে এই পাস করা যুবকদের হলে থাকা সম্ভব নয়। এই অবস্থার জন্য দায়ী হল কর্তৃপক্ষের গাফিলতি।

খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, শহীদুল্লাহ ও ফজলুল হক হলে ৫০ জন, জহুরুল হক হলে ৩০জন, এফ রহমান হলে ২০জন, মহসিন হলে ৬০ জন, এসএম হলে ৪০ জন, জসিম উদ্দিন হলে ৩০জন, জিয়া হলে ৩৫ জন, বঙ্গবন্ধু হলে ৩৫জন, সূর্যসেন হলে ৪০জন, জগন্নাথ হলে ২০জন পাস করা যুবক অবস্থান করছে। এছাড়া ছাত্রী হলে দেড় শতাধিক পাস করা যুবতী অবস্থান করছে।